রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ৮, ২০০৯

[বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ জুন ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ/২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

এস, আর, ও নং ৯৯-আইন/২০০৯।—Intermediate and Secondary Education Ordinance, 1961 (E.P. Ord. No. XXXIII of 1961) এর section 39 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকায় অবস্থিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) **"অভিভাবক"** অর্থ কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত—

(অ) কোন শিক্ষার্থীর পিতা অথবা মাতা;

মূল্য ঃ টাকা ১৪.০০

(আ) কোন শিক্ষার্থীর পিতা ও মাতা কেহ জীবিত না থাকিলে, তাহার তত্ত্বাবধানকারী অন্য কোন ব্যক্তি;

(ই) কোন নারী শিক্ষার্থী বিবাহিতা হইলে তাঁহার স্বামী, যিনি একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী নহেন।

(খ) **"উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"** অর্থ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠদানের জন্য বোর্ড হইতে প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(গ) **"গভর্ণিং বডি"** অর্থ এই প্রবিধানমালা অনুসারে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিমিত্ত প্রবিধান ৪ এর অধীন গঠিত গভর্ণিং বডি;

(ঘ) **"তফসিল"** অর্থ এই প্রবিধানমালার তফসিল;

(ঙ) **"তহবিল"** অর্থ মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তহবিল;

(চ) **"দাতা"** অর্থ এইরূপ কোন ব্যক্তি, যিনি—

(অ) ঢাকা মহানগর এলাকায় অবস্থিত মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান গভর্ণিং বডির বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণের অন্ততঃ ১৮০ দিন পূর্বে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নগদ অথবা চেকের মাধ্যমে এককালীন ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা দান করিয়াছেন; এবং

(আ) ঢাকা মহানগর ব্যতীত অন্য এলাকায় অবস্থিত মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান গভর্ণিং বডির বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণের অন্ততঃ ১৮০ দিন পূর্বে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নগদ অথবা চেকের মাধ্যমে এককালীন ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার) টাকা দান করিয়াছেন;

ব্যাখ্যা ঃ (১) এই প্রবিধানমালা বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি সংক্রান্ত কোন প্রবিধানমালা অনুযায়ী যিনি বা যাঁহারা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আজীবন দাতা ছিলেন, তিনি বা তাঁহারাও এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাতা হিসাবে গণ্য হইবেন;

(২) এই প্রবিধানমালা বলবৎ হইবার পর কোন ব্যক্তি কোন মহানগর এলাকায় অবস্থিত মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এককালীন নগদ অথবা চেকের মাধ্যমে ৬,০০,০০০.০০ (ছয় লক্ষ) টাকা এবং মহানগর ব্যতীত অন্য এলাকায় অবস্থিত কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা দান করিলে তিনি আজীবন দাতা হিসাবে পরিগণিত হইবেন।

(ছ) **"প্রতিষ্ঠাতা"** অর্থ মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকারী কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, যিনি বা যাঁহারা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অন্যূন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা নগদে বা চেকের মাধ্যমে কিংবা সমমূল্যের স্থাবর সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে দান করিয়াছেন, তবে এই প্রবিধানমালা বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি সংক্রান্ত কোন প্রবিধানমালা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা থাকিলে উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য হইবেন;

(জ) **"ফরম"** অর্থ তফসিল-১ এর কোন ফরম;

(ঝ) **"মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান"** অর্থ ষষ্ঠ হইতে দশম শ্রেণীর যে কোন শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানের জন্য বোর্ড হইতে প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(ঞ) **"বোর্ড "** অর্থ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;

(ট) **"ম্যানেজিং কমিটি"** অর্থ এই প্রবিধানমালা অনুসারে মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিমিত্ত প্রবিধান ৭ এর অধীন গঠিত ম্যানেজিং কমিটি;

(ঠ) **"শিক্ষক"** অর্থ মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণকালীন শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, এবং প্রদর্শক ও শরীরচর্চা শিক্ষকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ড) **"শিক্ষার্থী"** অর্থ মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত কোন ছাত্র বা ছাত্রী;

(ঢ) **"শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান"** অর্থ মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন শিক্ষক, তিনি যে পদবীতেই অভিহিত হউন না কেন;

(ণ) **"সদস্য"** অর্থ মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির কোন সদস্য;

(ত) **"সভাপতি"** অর্থ মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি।

৩। **গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি**।—(১) প্রবিধান ৪৮, ৪৯, ৫০ ও ৫১ এর অধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত—

(ক) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রত্যেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব এই প্রবিধানমালা অনুসারে গঠিত গভর্ণিং বডির উপর ন্যস্ত থাকিবে;

(খ) মাধ্যমিক স্তরের প্রত্যেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব এই প্রবিধানমালা অনুসারে গঠিত ম্যানেজিং কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) এই প্রবিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন প্রকল্পের অধীন নতুন স্থাপিত মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, প্রকল্প চলাকালীন সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের নিকট উহার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিতে, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন।

৪। **গভর্ণিং বডির গঠন**।—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গভর্ণিং বডি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রবিধান ৫ এর অধীন মনোনীত একজন সভাপতি;

(খ) সকল শিক্ষকের মধ্য হইতে তাঁহাদের ভোটে নির্বাচিত দুইজন সাধারণ শিক্ষক সদস্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের ভোটে একজন এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের ভোটে একজন শিক্ষক সদস্য নির্বাচিত হইবেন ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, দফা (গ) এর বিধান কোন মহিলা শিক্ষককে সাধারণ শিক্ষক সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইতে নিবৃত করিবে না;

(গ) মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক সদস্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উভয় স্তরের মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের ভোটে সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক সদস্য নির্বাচিত হইবেন;

(ঘ) একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত চারজন সাধারণ অভিভাবক সদস্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের ভোটে দুইজন এবং মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের ভোটে দুইজন সাধারণ অভিভাবক সদস্য নির্বাচিত হইবেন ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, দফা (ঙ) এর বিধার প্রবিধান ১৮ এর উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন মহিলা অভিভাবককে সাধারণ অভিভাবক সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইতে নিবৃত করিবে না;

(ঙ) একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের এবং মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের এবং মাধ্যমিক স্তরের দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের ভোটে সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য নির্বাচিত হইবেন;

(চ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হইবেন, তবে একাধিক প্রতিষ্ঠাতা থাকিলে তাঁহাদের মধ্য হইতে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত একজন সদস্য;

(ছ) দাতাগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত একজন সদস্য;

(জ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(ঝ) একজন কো-অপ্ট সদস্য যিনি স্থানীয় একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এবং গভর্ণিং বডির প্রথম সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে যাহাকে কো-অপ্ট করা হইয়াছে।

(২) কোন শিক্ষক কিংবা শিক্ষক শ্রেণীর সদস্য গভর্ণিং বডির সভাপতি পদে মনোনীত হইবেন না।

(৩) কোন শ্রেণীর সদস্য পদে যদি প্রার্থী পাওয়া না যায় তাহা হইলে, উক্ত শ্রেণীর সদস্যপদ শূন্য থাকিবে এবং এইরূপ সদস্য ব্যতিরেকেই অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গভর্ণিং বডি গঠিত হইবে।

৫। গভর্ণিং বডির সভাপতি মনোনয়ন।—(১) কোন স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্য তাহার নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এমন সংখ্যক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন যেন উক্ত এলাকায় অবস্থিত, এই প্রবিধানমালার আওতাভুক্ত নহে এইরূপ অন্যান্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ, তাহার এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা চার এর অধিক না হয়।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্য, তাঁহার নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত যে সকল উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহার উল্লেখসহ, লিখিতভাবে এই প্রবিধানমালার অধীন বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন এবং উক্ত অভিপ্রায় পত্র সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সভাপতি হিসাবে তাহার মনোনয়নরূপে গণ্য হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সভাপতি মনোনয়নের লক্ষে প্রতিষ্ঠান প্রধান, স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও শিক্ষানুরাগী বক্তিগণের সহিত আলোচনাক্রমে, সংরক্ষিত আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা, সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি বা স্থানীয় খ্যাতিমান সমাজসেবকগণের মধ্য হইতে তিনজন ব্যক্তির নাম ও জীবন-বৃত্তান্ত বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান উক্তরূপ প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে তাহার বিবেচনামত একজনকে সভাপতি মনোনীত করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধানের অধীন কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে দুইটির অধিক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদে মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে না।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের নামের তালিকাক্রম কোন ক্রমেই তাঁহাদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারক্রম হিসাবে গণ্য হইবে না।

৬। **বিশেষ ক্ষেত্রে গভর্ণিং বডির সভাপতির মনোনয়ন।**—এই প্রবিধানমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন—

(ক) সংসদ ভাঙিয়া গেলে বা কোন কারণে কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনরত কোন সংসদ সদস্যের সদস্য পদ শূন্য হইলে উক্তরূপ সংসদ ভাঙিয়া যাইবার বা, ক্ষেত্রমত, সংসদ সদস্যের সদস্যপদ শূন্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদে তাঁহার দায়িত্বের অবসান ঘটিবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বা তদকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা গভর্ণিং বডির অবশিষ্ট মেয়াদে সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন ;

(খ) কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার—

(অ) মহানগর ব্যতীত অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, বা সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে; এবং

(আ) মহানগর এলাকার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, বা যে কোন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তাকে,

উক্ত এলাকার কোন উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মনোনয়ন দিতে পারিবে এবং সরকার কর্তৃক এইরূপ মনোনয়ন দেওয়া হইলে বোর্ড কর্তৃক মনোনীত সভাপতির, যদি থাকে, দায়িত্বের অবসান ঘটিবে।

৭। **ম্যানেজিং কমিটির গঠন**।—(১) নিম্ন বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রবিধান ৮ অনুসারে নির্বাচিত একজন সভাপতি;

(খ) সকল শিক্ষকের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে নির্বাচিত দুইজন সাধারণ শিক্ষক সদস্যঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের ভোটে একজন এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের ভোটে একজন সাধারণ শিক্ষক সদস্য নির্বাচিত হইবেন;

আরও শর্ত থাকে যে, দফা (গ) এর বিধান কোন মহিলা শিক্ষককে সাধারণ শিক্ষক সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইতে নিবৃত করিবে না;

(গ) মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক সদস্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে উভয় স্তরের মহিলা শিক্ষকগণের মধ্য হইতে তাহাদের ভোটে সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক সদস্য নির্বাচিত হইবেন;

(ঘ) নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মাধ্যমিক স্তরের সকল অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত চারজন সাধারণ অভিভাবক সদস্য;

তবে শর্ত থাকে যে, মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মাধ্যমিক স্তরের সকল অভিভাবকগণের ভোটে দুইজন এবং প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে প্রাথমিক স্তরের সকল অভিভাবকগণের ভোটে দুইজন অভিভাবক সদস্য নির্বাচিত হইবেন ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, দফা (ঙ) এর বিধার প্রবিধান ১৮ এর উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন মহিলা অভিভাবককে সাধারণ অভিভাবক সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইতে নিবৃত করিবে না;

(ঙ) নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মাধ্যমিক স্তরের সকল অভিভাবকগণের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর সংযুক্ত থাকিলে, মাধ্যমিক স্তরের নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের এবং প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকগণের মধ্য হইতে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের সকল অভিভাবকগণের ভোটে সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য নির্বাচিত হইবেন;

(চ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হইবেন, তবে একাধিক প্রতিষ্ঠাতা থাকিলে তাঁহাদের মধ্য হইতে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত একজন সদস্য;

(ছ) দাতাগণের মধ্য হইতে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত একজন সদস্য;

(জ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(ঝ) একজন কো-অপ্ট সদস্য যিনি স্থানীয় একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এবং ম্যানেজিং কমিটির প্রথম সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে যাহাকে কো-অপ্ট করা হইয়াছে।

(২) কোন শিক্ষক কিংবা শিক্ষক শ্রেণীর সদস্য ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদে নির্বাচিত হইবেন না।

(৩) কোন শ্রেণীর সদস্য পদে যদি প্রার্থী পাওয়া না যায় তাহা হইলে, উক্ত শ্রেণীর সদস্যপদ শূন্য থাকিবে এবং এইরূপ সদস্য ব্যতিরেকেই অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইবে।

৮। **ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচন**।—(১) মাধ্যমিক স্তরের প্রত্যেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সদস্য নির্বাচন সম্পন্ন হইবার অনধিক সাত দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধান উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ম্যানেজিং কমিটির উক্তরূপ নির্বাচিত সদস্যগণের একটি সভা আহবান করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন আহুত সভায় উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে তাহাদের দ্বারা মনোনীত, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদে প্রতিযোগী নহেন এমন, একজন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে কমিটির সদস্যগণের মধ্য হইতে অথবা স্থানীয় শিক্ষানুরাগী বক্তি, খ্যাতিমান সমাজসেবক, জনপ্রতিনিধি বা অবসরপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে ম্যানেজিং কমিটির একজন সভাপতি নির্বাচিত হইবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি দুইটির অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না :

আরও শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালার ভিন্নরূপ বিধান সত্ত্বেও, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার—

(অ) মহানগর ব্যতীত অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে, এবং

(আ) মহানগর এলাকার ক্ষেত্রে, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা কোন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তাকে,

উক্ত এলাকার কোন মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মনোনয়ন দিতে পারিবে এবং সরকার কর্তৃক এইরূপ মনোনয়ন দেওয়া হইলে বোর্ড কর্তৃক মনোনীত সভাপতি, যদি থাকে, দায়িত্বের অবসান ঘটিবে।

৯। **গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ**।—প্রবিধান ৩৮ এর বিধান অনুসারে পূর্বে বাতিল করা না হইলে গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ হইবে উহার প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ হইতে পরবর্তী দুই বৎসর :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমতে, ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও উহার উত্তরাধিকার গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত প্রথম গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি উহার দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখিবে।

১০। **সদস্য নির্বাচনে ভোটাধিকার**।—প্রবিধান ৪ ও ৭ এর অধীন যে সকল সদস্য পদে নির্বাচনের বিধান রহিয়াছে সে সকল পদে একজন ভোটারের নিম্নরূপ ভোটাধিকার থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) কোন শ্রেণীর যে সংখ্যক সদস্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে সে শ্রেণীর প্রত্যেক ভোটারের সমসংখ্যক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে :

(খ) একজন প্রতিষ্ঠাতা আজীবন ভোটার হইবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুতে তাঁহার কোন উত্তরাধিকারের ভোটাধিকার বা প্রতিষ্ঠাতা শ্রেণীর সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না;

আরও শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালা বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জমি বা সম্পদ দান সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত দলিলে ভিন্নরূপ কোন শর্ত থাকিলে উক্ত শর্ত কার্যকর থাকিবে;

(গ) আজীবন দাতা সদস্য ব্যতীত একজন দাতা সদস্যের ভোটাধিকার কেবল তিনি যে মেয়াদে অর্থ বা সম্পদ দান করিয়াছেন সে মেয়াদের জন্য বলবৎ থাকিবে এবং একজন আজীবন দাতা সদস্যের আজীবন ভোটাধিকার থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আজীবন দাতা সদস্যের মৃত্যুতে তাঁহার কোন উত্তরাধিকারের ভোটাধিকার কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে দাতা শ্রেণীর সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালা বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন দাতা কর্তৃক মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় জমি বা সম্পদ দান সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত দলিলে ভিন্নরূপ কোন শর্ত থাকিলে উক্ত শর্ত কার্যকর থাকিবে;

(ঘ) একাধিক শিক্ষার্থীর একজন অভিভাবক থাকিলে তিনি অভিভাবক শ্রেণীতে কেবল একজন ভোটার হিসাবে গণ্য হইবেন।

১১। **সদস্য হইবার বা থাকিবার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা।**—কোন ব্যক্তি গভর্ণিং বডির বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হইতে বা সদস্য হিসাবে থাকিতে পারিবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারান কিংবা কোন বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন;

(গ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বিরোধী বা ইহার সুনাম নষ্ট হয় এইরূপ কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন অথবা কোনভাবে উহাতে সহায়তা প্রদান করেন;

(ঘ) কোন ফৌজদারী অপরাধের কারণে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হইয়া থাকেন;

(ঙ) গভর্ণিং বডির বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও লিখিতভাবে অবহিতকরণ ব্যতীত পর পর তিনটি সভায় যোগদান করিতে ব্যর্থ হন;

(চ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ব্যতীত অন্য কোন কর্মচারী হন অথবা সদস্য নির্বাচিত হইবার পর উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী নিযুক্ত হন;

(ছ) অপ্রকৃতিস্থ হন; অথবা

(জ) রাষ্ট্রের ধ্বংসাত্মক কোন কাজে অংশগ্রহণ করেন বা সহায়তা করেন।

১২। **ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ**।—(১) গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণের অন্ততঃ আশি দিন পূর্বে প্রতিষ্ঠান প্রধান সকল শ্রেণীর সদস্য পদের জন্য পৃথক পৃথক খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিয়া বিদ্যমান গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনের জন্য উহার সভায় উপস্থাপন করিবেন।

(২) প্রবিধান ১০ এর দফা (ঘ) এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির সভা অনুষ্ঠানের তারিখে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক খসড়া ভোটার তালিকা অনুমোদনের পরবর্তী কার্যদিবসে প্রতিষ্ঠান প্রধান উক্ত খসড়া ভোটার তালিকা প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীগণকে পাঠ করিয়া শুনাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং সকলের অবগতির জন্য উহার একটি কপি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দিবেন এবং শ্রেণীকক্ষে এইরূপ পাঠ করিয়া শুনানো এবং নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে উহা সংশোধন বা পরিমার্জনের জন্য পরবর্তী পাঁচ কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট লিখিতভাবে আপত্তি জানানো যাইবে এবং আপত্তি দাখিলকারী দাবী করিলে, প্রতিষ্ঠান প্রধান এইরূপ আপত্তি আবেদনের লিখিত প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

(৫) আপত্তি আবেদন প্রাপ্তির সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার পরবর্তী তিন কার্য দিবসের মধ্যে গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি উহার সভায় সকল আপত্তি নিষ্পত্তিপূর্বক ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করিয়া অনুমোদন করিবে এবং এইরূপ অনুমোদিত ভোটার তালিকা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা রূপে পরিগণিত হইবে।

(৬) উপ-প্রবিধান (৫) অনুযায়ী ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হইবার পরবর্তী কার্যদিবসে প্রতিষ্ঠান প্রধান উহা উপ-প্রবিধান (১) এর অনুরূপ সকল শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীগণকে পড়িয়া শুনাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং সকলের অবগতির জন্য উক্ত চূড়ান্ত ভোটার তালিকার একটি কপি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করিবেন ও তথায় অন্ততঃ তিনদিন উহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন।

(৭) ফরম-১ এ প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রণীত হইবে এবং উভয় ভোটার তালিকার সকল কপি প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

১৩। **ভোটার তালিকা সরবরাহ**।—(১) গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে যে কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকা ক্রয় করিতে পারিবেন।

(২) এইরূপ ভোটার তালিকা বিক্রয়লব্ধ অর্থ সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা হইবে।

১৪। **নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়**।—কোন গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণের অন্ততঃ ত্রিশ দিন পূর্বে উহার উত্তরাধিকারী গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে সদস্য নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে।

১৫। **প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ**।—(১) প্রবিধান ১৪ এর অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে একজন প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান, গভর্ণিং বডির ক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার জেলা প্রশাসককে এবং ম্যানেজিং কমিটির ক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যে উপজেলায় অবস্থিত সেই উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাইবেন।

(২) জেলা প্রশাসক বা, ক্ষেত্রমত, উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনধিক সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির কোন সদস্য বা সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি ব্যতীত, কোন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তাকে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করিবেন।

১৬। **নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা**।—(১) প্রিজাইডিং অফিসার গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচনের জন্য নিম্নরূপ সময় নির্ধারণ করিয়া নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করিবেন, যথা ঃ—

(ক) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য তিনটি কার্যদিবস;

(খ) মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন হইতে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের জন্য একটি দিন;

(গ) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য একটি দিন; এবং

(ঘ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন হইতে অন্ততঃ দশ দিন পরের একটি দিন।

(২) সকল শ্রেণীর সদস্য পদে নির্বাচন একযোগে এবং একই সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

১৭। **মনোনয়নপত্র আহ্বান, ইত্যাদি**।—(১) প্রবিধান ১৬ এর অধীন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মনোনয়নপত্র জমাদানের স্থান ও সময় উল্লেখপূর্বক প্রিজাইডিং অফিসার সকল শ্রেণীর সদস্য পদে মনোনয়নপত্র জমাদানের আহ্বান জানাইয়া স্বীয় অফিসে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন এবং উহার দুইটি অনুলিপি প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট পাঠাইবেন।

(২) প্রতিষ্ঠান প্রধান উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন বিজ্ঞপ্তিটি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সকল শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উহা পাঠ করিয়া শুনাইবেন এবং বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করিবেন ও অপর অনুলিপি প্রতিষ্ঠানের নথিতে সংরক্ষণ করিবেন।

১৮। **মনোনয়নপত্র, ইত্যাদি।**—(১) কোন শ্রেণীর যে কোন ভোটার সেই শ্রেণীর সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য উক্ত শ্রেণীর সদস্য হইবার যোগ্য একজন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব অথবা সমর্থন করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শ্রেণীর ভোটার সংখ্যা তিনজনের কম হইলে সেই ক্ষেত্রে কোন প্রস্তাবক ও সমর্থক প্রয়োজন হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি একসঙ্গে দুইটি সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন শিক্ষক, কোন শিক্ষার্থীর অভিভাবক হইলেও, তিনি অভিভাবক শ্রেণীর সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

(৪) সকল মনোনয়ন ফরম-২ এ দাখিল করিতে হইবে।

১৯। **বাছাই।**—(১) প্রিজাইডিং অফিসার নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে, যদি তাঁহারা থাকেন, সকল মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন।

(২) মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাইকালে কোন মনোনয়নপত্র সম্পর্কে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উহা বিবেচনা করিবেন।

(৩) কোন তুচ্ছ কারণে প্রিজাইডিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না এবং তিনি তুচ্ছ ত্রুটি সংশোধনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রার্থীকে সুযোগ দিবেন।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিটি মনোনয়নপত্রে উহা গ্রহণ বা বাতিল বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করা হইলে তিনি উহার কারণও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবেন।

২০। **মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল।**—(১) কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রবিধান ১৯ এর উপ-প্রবিধান (৪) এর অধীন বাতিল করা হইলে পরবর্তী দুই দিনের মধ্যে গভর্ণিং বডির কোন সদস্য পদপ্রার্থীর ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের নিকট কিংবা তদকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিকট এবং ম্যানেজিং কিমিটির কোন সদস্য পদপ্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট সংক্ষুব্ধ প্রার্থী আপীল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন আপীল দায়েরের পরবর্তী দুই দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে, প্রার্থীকে শুনানী করিয়া বা সংক্ষিপ্ত তদন্তের মাধ্যমে উহা নিস্পত্তি করিবেন এবং এইক্ষেত্রে আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২১। **বৈধ প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ।**—প্রিজাইডিং অফিসার মনোনয়নপত্র বাছাই সম্পন্ন করিবার পর, অথবা কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিলের ক্ষেত্রে আপীল দায়ের হইলে উক্ত বিষয়ে আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত পাইবার পর, ফরম-৩ এ সন্নিবেশ করিয়া বৈধ প্রার্থীগণের তালিকা তাঁহার অফিস এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন।

২২। **প্রার্থীতা প্রত্যাহার।**—প্রবিধান ২১ এর অধীন প্রকাশিত তালিকায় যে সকল প্রার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে তাঁহাদের যে কেহ স্বীয় স্বাক্ষরে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রার্থীতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া তাঁহার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

২৩। **নির্বাচন।**—(১) যদি কোন শ্রেণীর সদস্য পদে উক্ত শ্রেণীর সদস্য পদের সমসংখ্যক বা তদপেক্ষা কম সংখ্যক বৈধ প্রার্থী থাকেন তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত প্রার্থীকে বা প্রার্থীগণকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন।

(২) যদি কোন শ্রেণীর সদস্য পদে উক্ত শ্রেণীর সদস্য পদের অধিক সংখ্যক বৈধ প্রার্থী থাকেন তাহা হইলে সেই শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের সদস্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠান আবশ্যক হয় সে ক্ষেত্রে গোপন ভোটের মাধ্যমে এই প্রবিধানমালায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) নির্ধারিত তারিখে সকাল দশ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ চার ঘটিকা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অঙ্গনে ভোট গ্রহণ করিতে হইবে।

২৪। **ভোট গ্রহণ পদ্ধতি।**—(১) ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখে ভোট গ্রহণকালে প্রিজাইডিং অফিসার উপস্থিত প্রত্যেক ভোটারের পরিচিতি নিশ্চিত হইয়া তাঁহাকে ফরম-৪ অনুসারে মুদ্রিত একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(২) প্রত্যেক ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র ক্রমিক নম্বরযুক্ত হইবে কিন্তু ভোটারকে প্রদত্ত অংশে কোন নম্বর থাকিবে না।

(৩) ভোট গ্রহণের জন্য প্রিজাইডিং অফিসারের সম্মুখে একটি খালি ব্যালট বাক্স স্থাপন করিতে হইবে এবং ভোট গ্রহণ আরম্ভের অন্ততঃ পনের মিনিট পূর্বে উপস্থিত প্রার্থীগণ বা তাঁহাদের প্রতিনিধির সম্মুখে এই ব্যালট বাক্সটি প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সীল গালাযুক্ত করিতে হইবে।

(৪) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে—

(ক) ভোটার তালিকায় তাঁহার নামের বিপরীতে একটি টিক (√) চিহ্ন দিতে হইবে;

(খ) ব্যালট পেপারের পিছনের পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর প্রদান করিয়া প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে; এবং

(গ) ব্যালট পেপারের মুড়িতে ভোটার তাঁহার স্বাক্ষর বা টিপসহি প্রদান করিবেন।

(৫) ব্যালট পেপার প্রাপ্তির পর ভোটার—

(ক) ভোটদানের জন্য নির্ধারিত স্থানে যাইবেন;

(খ) যাহাকে বা, ক্ষেত্রমত, যাহাদিগকে তিনি ভোট দিতে চাহেন ব্যালট পেপারে তাঁহার বা তাঁহাদের নামের পার্শ্বে নির্ধারিত ঘরে ক্রস (×) চিহ্ন প্রদান করিবেন; এবং

(গ) ভোটদান শেষে ব্যালট পেপারটি ভাঁজ করিয়া আনিয়া প্রিজাইডিং অফিসারের সম্মুখে রক্ষিত ব্যালট বাক্সে ফেলিবেন।

২৫। **ভোট গণনা।**—(১) ভোট গ্রহণ সমাপ্তির অব্যবহিত পর—

(ক) প্রিজাইডিং অফিসার উপস্থিত প্রার্থী বা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে ব্যালট বাক্সটি বা বাক্সগুলি খুলিবেন এবং উহা হইতে ব্যালট পেপারগুলি বাহির করিবেন;

(খ) কোন ব্যালট পেপার বাতিলযোগ্য হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উহা আলাদা করিবেন;

(গ) প্রিজাইডিং অফিসার প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোট গণনা করিবেন এবং ফরম-৫ এ ফলাফল সংকলন করিয়া একটি বিবরণী প্রস্তুত করিবেন।

(২) কোন ব্যালট পেপার বাতিলযোগ্য হইবে যদি উহাতে—

(ক) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর ও প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর না থাকে; অথবা

(খ) কোন ক্রস (×) চিহ্ন না থাকে কিংবা এমনভাবে থাকে যাহাতে নির্ণয় করা যায় না যে ভোটার কাহাকে ভোট দিয়াছেন; অথবা

(গ) একজন প্রার্থীর নামের বিপরীতে একাধিক ক্রস (×) চিহ্ন থাকে; অথবা

(ঘ) ক্রস (×) চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন প্রদান করা হয়।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার বাতিল ব্যালট পেপারগুলি, যদি থাকে, আলাদা প্যাকেটে সীলগালা করিয়া প্যাকেটের উপর "বাতিল ব্যালট পেপার" লিখিয়া রাখিবেন এবং অনুরূপভাবে বৈধ ব্যালট পেপারগুলি একটি আলাদা প্যাকেটে সীলগালা করিয়া প্যাকেটের উপর "বৈধ ব্যালট পেপার" লিখিয়া উহা সীলগালা করিবেন।

২৬। **ফলাফল বিবরণী প্রকাশ।**—(১) ভোট গণনা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রিজাইডিং অফিসার প্রত্যেক শ্রেণীর সদস্যপদ সংখ্যার ভিত্তিতে যিনি বা যাহারা সর্বোচ্চ ভোট পাইয়াছেন তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর সদস্যপদে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন এবং কোন প্রার্থী দাবী করিলে ফরম-৫ এ একটি কপি তাঁহাকে প্রদান করিবেন।

(২) যদি কোন শ্রেণীর সদস্য পদে একাধিক প্রার্থী সমান ভোট প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক লটারীর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) নির্বাচন চলাকালীন উত্থাপিত নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে, যদি থাকে, নিষ্পত্তির পূর্ণ ক্ষমতা প্রিজাইডিং অফিসারের থাকিবে এবং এই ক্ষেত্রে তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৭। **নির্বাচনী কাগজপত্র প্যাকেটকরণ, সংরক্ষণ, ইত্যাদি।**—(১) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র, ব্যালট পেপারের প্যাকেটসমূহ, অব্যবহৃত ব্যালট পেপারসমূহ একটি বড় প্যাকেটে সীলগালা করিয়া প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট হস্তান্তর করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে প্রাপ্ত সকল কাগজপত্র, প্যাকেট, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান প্রধান স্বীয় হেফাজতে পরবর্তী দুই বৎসর সংরক্ষণ করিবেন।

২৮। **প্রচারণা সংক্রান্ত বিধান।**—(১) গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির কোন সদস্য পদে নির্বাচনী প্রচারণায় কোনরূপ মিছিল, জনসভা, অভিভাবক সভা, শোভাযাত্রা, লাউড-স্পিকার, পোস্টার, বাই-সাইকেল বা মোটর সাইকেল কিংবা গাড়ি বহর ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) নির্বাচনী প্রচারণায় কেবল $৫\frac{১}{২}$ ইঞ্চি × $৮\frac{১}{২}$ ইঞ্চি সাদা-কালো লিফলেট প্রকাশ ব্যতীত অন্য কোন খাতে অর্থ ব্যয় করা যাইবে না এবং কোন নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাইবে না।

২৯। **বোর্ডকে অবহিতকরণ, প্রজ্ঞাপন জারি, ইত্যাদি।**—(১) প্রতিষ্ঠান প্রধান গভর্ণিং বডির সদস্য নির্বাচন সম্পন্ন হইবার অনধিক তিন দিনের মধ্যে গভর্ণিং বডির সভাপতি পদের জন্য প্রবিধান ৫ অনুসারে স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্যের অভিপ্রায়পত্র বা, ক্ষেত্রমত, তিনজন ব্যক্তির নাম ও জীবন-বৃত্তান্তসহ গভর্ণিং বডির নির্বাচিত সদস্যগণের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা বিবৃত করিয়া প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রকাশিত ফলাফলের একটি কপিসহ গভর্ণিং বডি অনুমোদন প্রস্তাব বোর্ডে প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রস্তাব প্রাপ্তির পর বোর্ড প্রবিধান ৫(১) ও ৫(২) এর অধীন স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্যের অভিপ্রায় অনুসারে এবং, ক্ষেত্রমত, প্রবিধান ৫(৩) অনুসারে সভাপতি মনোনয়নপূর্বক গভর্ণিং বডি অনুমোদন করিয়া প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করিবে।

(৩) ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও সভাপতি নির্বাচন সম্পন্ন হইবার অনধিক তিন দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচিত ব্যক্তিগণের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা এবং সদস্য নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রকাশিত ফলাফল বিবরণীর একটি কপি ও সভাপতি নির্বাচনের জন্য অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপিসহ কমিটি অনুমোদনের জন্য বোর্ডে প্রেরণ করিবেন এবং বোর্ড কমিটি অনুমোদনপূর্বক উহা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করিবে।

৩০। **পদত্যাগ।**—(১) কোন সদস্য গভর্ণিং বডির বা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিকে লিখিত ও স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) সভাপতি বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট লিখিত ও স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) এই প্রবিধানের অধীন প্রদত্ত কোন পদত্যাগ পত্র সভাপতির নিকট কিংবা বোর্ডের নিকট পৌঁছাইবার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হইবে।

৩১। আকস্মিক পদ শূন্যতা।—(১) পদত্যাগ, বদলি, মৃত্যুবরণ বা অন্য কোন কারণে কোন সদস্য পদ শূন্য হইলে যে শ্রেণীর সদস্য পদ শূন্য হইয়াছে প্রবিধান ২৬ অনুসারে প্রকাশিত ফলাফল বিবরণীতে সেই শ্রেণীর যে সদস্য পরবর্তী অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছিলেন তিনি উক্ত শূন্য পদে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে শূন্য পদটি পূরণ করা সম্ভব না হইলে একই শ্রেণীর ভোটারগণের মধ্যে হইতে কো-অপ্ট করা যাইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন নির্বাচিত বা কো-অপ্টকৃত কোন সদস্য তাঁহার বা তাঁহাদের পূর্বসূরীর মেয়াদের অবশিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) এই প্রবিধানের অধীন কোন পদ পূরণ করা হইলে প্রতিষ্ঠান প্রধান সঙ্গে সঙ্গে প্রবিধান ২৯ অনুসরণে উহা বোর্ডকে অবহিত করিবেন এবং বোর্ড উক্ত পদে নির্বাচিত বা কো-অপ্টেড সদস্য বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করিবে।

৩২। প্রার্থীতা ও সদস্যপদ বাতিল।—প্রবিধান **১১** অনুসারে কোন ব্যক্তি গভর্ণিং বডির বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য পদে বহাল থাকিবার যোগ্যতা হারাইলে, কিংবা প্রবিধান ২৮ এর বিধান লংঘন করিলে এই প্রবিধানমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, উক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া, তাঁহার সদস্যপদ বাতিলের কারণ যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হইলে, তাঁহার প্রার্থীতা বাতিল করিয়া দিতে পারিবে বা নির্বাচিত হইলেও সদস্য পদে তাঁহার নির্বাচন বাতিল করিয়া উক্ত পদে পুনঃনির্বাচনের আদেশ দিতে পারিবে।

৩৩। সাধারণ সভা আহ্বান।—(১) বোর্ড কর্তৃক প্রবিধান ২৯ এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারীর পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

(২) গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি উহার কর্তব্য ও দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে যতবার প্রয়োজন ততবার সভায় মিলিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি পঞ্জিকাবর্ষের প্রতি তিন মাসে গভর্ণিং বডির বা ম্যানেজিং কমিটির ন্যূনতম একটি সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

(৩) গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে সংশ্লিষ্ট সদস্য-সচিব সংশ্লিষ্ট সভার তারিখ, সময় ও আলোচ্যসূচি নির্ধারণপূর্বক সভা আহ্বান করিবেন।

(৪) সভা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ সাত দিন পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করিতে হইবে।

(৫) সভা অনুষ্ঠানের জন্য প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি উল্লেখ থাকিবে এবং উল্লিখিত আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৬) উপ-প্রবিধানে (৫) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আলোচ্যসূচি বহির্ভূত কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শিক্ষক বা কর্মচারী নিয়োগ বা তাঁহাদের অপসারণ বা বরখাস্তকরণ বা কোন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার সংক্রান্ত কোন আলোচ্যসূচি বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে উহা উক্ত সভায় আলোচনা করা ও সেই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না।

৩৪। **বিশেষ সভা**।—(১) প্রবিধান ৩৩ এর বিধান সত্ত্বেও গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি, জরুরি ও বিশেষ প্রয়োজনে, যে কোন সময় বিশেষ সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

(২) অন্যূন চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে বিশেষ সভা আহ্বান করা যাইবে এবং কোন বিশেষ সভায় একটির অধিক আলোচ্যসূচি থাকিবে না।

৩৫। সভা পরিচালনা পদ্ধতি।—(১) সকল সভা সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) গভর্ণিং বডির বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সদস্য-সচিব ও শিক্ষক সদস্যগণ ব্যতীত উপস্থিত অন্য সদস্যগণের মধ্য হইতে উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে কোন সদস্যের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে, তবে অর্ধক সংখ্যা গণনায় কোন ভগ্নাংশ দেখা দিলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা কোরামের জন্য বিবেচনায় আনিতে হইবে।

(৪) যদি কোন সভায় কোরাম পূর্ণ না হয় তাহা হইলে সভা পরবর্তী কার্যদিবস পর্যন্ত মূলতবী থাকিবে এবং উক্ত কার্যদিবসে পূর্ব দিনের নির্ধারিত স্থান ও সময়ে উক্ত মূলতবী সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৫) মূলতবী সভায় কোরাম প্রয়োজন হইবে না এবং উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা সভার কার্য পরিচালনা করা যাইবে।

(৬) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

৩৬। **সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত অনুসরণীয় বিধান।**—(১) গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রেমত, ম্যানেজিং কমিটি এই প্রবিধানমালা কিংবা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সময় সময় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ, সিদ্ধান্ত এবং বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত কোন আদেশের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে এইরূপে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না।

(২) এই প্রবিধানমালার সহিত সংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, উক্তরূপে গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রেমত, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে দায়ী হইবেন।

৩৭। **সভার কার্যবিবরণী।**—(১) প্রতি সভার কার্যবিবরণী একটি কার্যবিবরণী বহিতে লিখিত ও সংরক্ষিত এবং গভর্ণিং বডির বা, ক্ষেত্রেমত, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(২) প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী সভায় পঠিত ও অনুমোদিত হইবে।

৩৮। **গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি বাতিলকরণ, ইত্যাদি।**—(১) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে, প্রবিধান ৩৬ এর লংঘন, বোর্ড বা সরকার কর্তৃক জারীকৃত নিদের্শনা অমান্যকরণ, অদক্ষতা, আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা বা অনুরূপ অন্য কোন কারণে বোর্ড যে কোন সময় গভর্ণিং বর্ডি বা, ক্ষেত্রেমত, ম্যানেজিং কমিটি ভাঙ্গিয়া দিতে বা প্রবিধান ৫(৩) এর অধীন মনোনীত উহার সভাপতি বা যে কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী একটি গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া বা সভাপতি বা সদস্যের সদস্যপদ বাতিলের পূর্বে বোর্ড গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি কেন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে না বা সংশ্লিষ্ট পদ বাতিল হইবে না, এই মর্মে কারণ দর্শাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে এবং উক্তরূপ নির্দেশ প্রাপ্তির অনধিক ত্রিশ দিনের মধ্যে সংশিষ্ট গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত,ম্যানেজিং কমিটি বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইতে হইবে।

(৩) বোর্ড স্বপ্রণোদিত হইয়া বা সরকারের নির্দেশে গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির যে কোন কার্য বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে কিংবা কোন অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র তলব করিতে পারিবে।

৩৯। **এডহক কমিটি।**—(১) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি পুনর্গঠনে ব্যর্থ হইলে অথবা উহা সঠিকভাবে গঠিত না হইলে বা বাতিল হইলে বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের জন্য নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে এডহক কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) সভাপতি—বোর্ড কর্তৃক মনোনীত;

(খ) সদস্য-সচিব—সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান;

(গ) সদস্য—

(অ) জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মধ্য হইতে একজন শিক্ষক;

(আ) জেলা সদরের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন অভিভাবক।

(২) এডহক কমিটি গভর্ণিং বডির বা ম্যানেজিং কমিটির সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং সকল দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) এডহক কমিটি গঠনের ৬(ছয়) মাসের মধ্যে এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির বা ম্যানেজিং কমিটি গঠনের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) তিনজন সদস্যের উপস্থিতিতে এডহক কমিটি সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) এডহক কমিটি গঠনের বিষয়ে বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) বোর্ড কর্তৃক এডহক কমিটি অনুমোদনের তারিখ হইতে উহার মেয়াদ গণনা করা হইবে।

(৭) এডহক কমিটি অনুমোদিত হইবার ছয় মাসের মধ্যে গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি গঠনে ব্যর্থ হইলে মেয়াদ শেষে উক্ত এডহক কমিটি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

৪০। **অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা।**—(১) যে সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ এই প্রবিধানমালা জারির তারিখের পূর্বে উত্তীর্ণ হইয়াছে বা বোর্ডের অনুমোদনের অপেক্ষায় রহিয়াছে অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণের কারণে প্রবিধান ৫৩ এর অধীন রহিত রেগুলেশনস্ এর অধীন গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি গঠনের কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে কিন্তু বোর্ডের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয় নাই, সে সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি গঠন সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রম যেখানে যে পর্যায়ে রহিয়াছে সে পর্যায়ে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য প্রবিধান ৩৯ এর অধীন এডহক কমিটি গঠিত হইবে এবং উক্ত কমিটি গঠিত হইবার পর যথাশীঘ্র এই প্রবিধানমালার অধীন গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি গঠন করিতে হইবে।

৪১। **গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**—(১) গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা তদারকীকরণ, লেখাপড়ার মান নিশ্চিতকরণার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) গভর্ণিং বডির বা, ক্ষেত্রমত ম্যানেজিং কমিটির নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথা ঃ

(ক) **পরিচালনা ঃ**

(১) নিয়মিত কমিটির সভা অনুষ্ঠান;

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পদ সংগ্রহ, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও তহবিল গঠন;

(৩) সামগ্রিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা;

(খ) **আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যাদি ঃ**

(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সংগৃহীত সম্পদ ও তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ;

(২) সরকারের নির্দেশনা সাপেক্ষে, শিক্ষার্থীগণের নিকট হইতে আদায়যোগ্য বেতন ও ফিসের হার নির্ধারণ;

(৩) দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ বা আংশিক বেতন মওকুফ ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদান;

(৪) নির্ধারিত পন্থায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতিদান;

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও হিসাব বিবরণী অনুমোদন;

(৬) বার্ষিক প্রতিবেদন ও অডিট রিপোর্ট প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ;

(৭) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ;

(৮) কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক উইলকৃত অথবা দানকৃত অথবা হস্তান্তরিত স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ বা সম্পত্তি গ্রহণ, বিনিয়োগ ও পরিচালনাকরণ;

(৯) উদ্বৃত্ত অর্থের বিনিয়োগ;

(১০) শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতাদি প্রদান;

(১১) শিক্ষক-কর্মচারীগণের অনুমোদিত কোন অগিম ও গ্রাচুইটি মঞ্জুরীকরণ;

(১২) চাকুরীর শর্তাবলী অনুসরণে শিক্ষক-কর্মচারীগণকে প্রাপ্য ছুটি মঞ্জুর;

(১৩) সরকারি নির্দেশনার আলোকে নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতীত ছুটির তালিকা অনুমোদন;

(১৪) যন্ত্রপাতি, যানবাহন, আসবাবপত্র বা অন্য কোন দ্রব্য বা সরঞ্জামাদি অচল বা অব্যাবহারযোগ্য ঘোষণা ও প্রচলিত বিধি-বিধান মোতাবেক বিক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ;

(গ) লেখাপড়ার মান ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ ঃ

(১) শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও মান নিশ্চিতকরণ;

(২) আধুনিক লাইব্রেরি স্থাপন ও উহার সমৃদ্ধকরণ;

(৩) যন্ত্রপাতি, বইপত্র ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ;

(৪) শিক্ষাঙ্গনে নিয়মিত খেলাধুলা, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি চর্চার ব্যবস্থা করা;

(৫) বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাকরণ।

(ঘ) শৃঙ্খলামূলক কার্যাদি ঃ

(১) শিক্ষক-কর্মচারীগণের শৃঙ্খলা বিধান;

(২) শিক্ষক-কর্মচারীগণের চাকুরীর শর্তাবলী অনুসরণে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও দণ্ড অনুমোদন, তবে অপসারণ বা বরখাস্তের বিষয়ে বোর্ডের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতীত উক্তরূপ কোন দণ্ড আরোপ করা যাইবে না।

(ঙ) উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং উহা রক্ষণাবেক্ষণ;

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ।

(চ) বিবিধ ঃ

(১) বোর্ড এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত সকল আদেশ-নির্দেশ পালন;

(২) বোর্ড এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৪২। **একাডেমিক বিষয়ে এখতিয়ার।**—মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষকগণের এখতিয়ার থাকিবে।

৪৩। **উপ-কমিটি গঠন।**—(১) গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইবার পরবর্তী এক মাসের মধ্যে তিনজন সদস্য সমন্বয়ে একটি অর্থ উপ-কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(২) অর্থ উপ-কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবে ও গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির পরবর্তী সভায় উহার প্রতিবেদন পেশ করিবে।

(৩) গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি উহার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সহায়তা করিবার জন্য অন্যান্য এক বা একাধিক উপ-কমিটিও গঠন করিতে পারিবে।

৪৪। **বাজেট সভা ও বার্ষিক প্রতিবেদন।**—(১) প্রতি বৎসর ৩১ মার্চ বা তৎপূর্বে পরবর্তী অর্থ বৎসরের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য-সচিব বাজেট সভায় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য বিগত অর্থ বৎসরের আর্থিক বিষয়ে একটি প্রতিবেদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বাজেট এবং প্রয়োজনবোধে, সম্পূরক বাজেট পেশ করিবেন।

(৩) গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি পর্যালোচনান্তে উপস্থাপিত বাজেট অনুমোদন অথবা কোনরূপ সংশোধন প্রয়োজন হইলে উক্তরূপ সংশোধনীসহ বাজেটটি অনুমোদন করিবে।

৪৫। **ব্যাংক হিসাব ও উহা পরিচালনা।**—(১) গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে উহার তহবিলের জন্য নিকটবর্তী কোন তফসিলি ব্যাংকে একটি হিসাব খুলিবে।

(২) গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এবং সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে উক্ত হিসাব পরিচালিত হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তহবিলের সকল আয় উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে এবং উপ-প্রবিধান (৫) এর বিধান সাপেক্ষে, সকল দায় ক্রসড চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) কোনক্রমেই নগদ আদায়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা না করিয়া নগদে (cash to cash) ব্যয় করা যাইবে না।

(৫) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা নগদ উত্তোলন করিয়া হাতে রাখা যাইবে।

৪৬। **সদস্য-সচিব বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা।**—(১) এই প্রবিধানমালায় উল্লিখিত ক্ষমতা ছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে প্রতিষ্ঠানের তহবিল ও সম্পত্তির দলিলপত্র এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করিবেন।

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান খসড়া বাজেট, ছুটির তালিকা, বিনা বেতনে পড়িবার উপযোগী শিক্ষার্থীগণের তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং এই সকল বিষয় গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির সভায় পেশ করিবেন।

(৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষার্থীগণের তত্ত্বাবধায়ক, উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন, পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন, সময় তালিকা তৈরী ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা প্রধান হইবেন এবং অন্যান্য শিক্ষকগণের সহিত পরামর্শক্রমে তিনি বর্ণিত বিষয়সমূহে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৬) এই প্রবিধানমালার অধীন দায়িত্ব পালনে অবহেলা কিংবা ব্যর্থতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার জন্য প্রযোজ্য শৃংখলা সংক্রান্ত প্রবিধানের আওতায় শাস্তিযোগ্য হইবে এবং তজ্জন্য তাঁহার বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদান প্রদান স্থগিত কিংবা বাতিল করা যাইবে।

৪৭। **নিরীক্ষা**।—(১) গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক নিয়োগকৃত এক বা একাধিক নিরীক্ষক প্রতি বৎসর প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন; পূর্ব বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা করিয়া নিরীক্ষক গভর্ণিং বডির বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলপূর্বক বোর্ডের নিকট উহার কপি প্রেরণ করিবেন।

(২) নিরীক্ষা ফি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল হইতে নির্বাহ করিতে হইবে।

(৩) গভর্ণিং বডির বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির সভায় নিরীক্ষা প্রতিবেদন লইয়া আলোচনা করিতে হইবে এবং, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৪৮। **নির্বাহী কমিটি**।—(১) এই প্রবিধানমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতির জন্য আবেদনকালে একটি নির্বাহী কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিতে হইবে এবং এই কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) সভাপতি—প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা বা একাধিক প্রতিষ্ঠাতা থাকিলে তাঁহাদের মধ্য হইতে তাঁহাদের মনোনীত একজন প্রতিষ্ঠাতা;

(খ) সদস্য—

(অ) কোন দাতা থাকিরে উক্ত দাতা কিংবা একাধিক দাতা থাকিলে তাঁহাদের মধ্য হইতে তাঁহাদের দ্বারা মনোনীত একজন দাতা সদস্য;

(আ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ২ জন্য সদস্য।

(ই) শিক্ষক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সদস্যগণের মধ্য হইতে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য নির্বাহী কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হইবার পর প্রতিষ্ঠান প্রধান সদস্য-সচিব হইবেন।

(২) নূতন স্থাপিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতিদানকালে বোর্ড প্রস্তাবিত নির্বাহী কমিটি অনুমোদন করিবে।

(৩) নির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাহী কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) এই প্রবিধানের অধীন গঠিত নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হইবে উহার প্রথম সভার তারিখ হইতে পরবর্তী তিন বৎসর এবং স্বীকৃতিলাভের পূর্ব পর্যন্ত পরবর্তী প্রতি তিন বৎসরের জন্য, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতিলাভ করিবার পরও বিদ্যমান নির্বাহী কমিটির মেয়াদ অবশিষ্ট থাকিলে উক্তরূপ অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিদ্যমান নির্বাহী কমিটি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করিবে এবং নির্বাহী কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব, ক্ষেত্রমত, প্রবিধান ৪ ও ৭ এর অধীন গঠিত গভর্ণিং বডির বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির উপর ন্যস্ত হইবে।

(৫) এই প্রবিধানমালার অধীন গঠিত গভর্ণিং বডির বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির যে সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকিবে এই প্রবিধানের অধীন গঠিত নির্বাহী কমিটিরও অনুরূপ দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকিবে।

৪৯। **সংস্থা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি**।—(১) ট্রাস্ট, মিশনারী, শিক্ষাসমাজ, সেনানিবাস, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, রেলওয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড বা এইরূপ অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তরূপে গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা যাইতে পারে, যথা ঃ—

(ক) সভাপতি ঃ সংস্থার প্রধান বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি;

(খ) সদস্য-সচিব ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান (পদাধিকারবলে);

(গ) সদস্য—

(অ) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্য হইতে তাঁদের ভোটে নির্বাচিত কিংবা তাঁহাদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে সংস্থা প্রধান কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য;

(আ) শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য হইতে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত তিনজন সদস্য যাহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন মহিলা হইবেন।

(২) সংস্থা প্রধান কর্তৃক উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (অ) এর অধীন নির্বাচন অথবা সমঝোতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

৫০। **বিশেষ ধরনের গভর্ণিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি।**—(১) প্রবিধান ৪, ৭ ও ৪৯ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে, বোর্ড এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ ধরনের গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা যাইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন গঠিত গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটিতে দুইজন শিক্ষক সদস্য, তিনজন অভিভাবক সদস্য, একজন সদস্য-সচিব এবং সভাপতি থাকিবেন।

৫১। **কতিপয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**—এই প্রবিধানমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তফসিল-২ এ তালিকাভুক্ত বিশেষ ধরনের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত পরিচালনা কমিটির, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৫২। **প্রতিষ্ঠাতা ও দাতাগণের নাম প্রদর্শন।**— মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকাধীন মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং দাতার নাম দুইটি পৃথক বোর্ডে স্পষ্ট ও দৃশ্যমানভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অফিস কক্ষে স্থায়ীভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

৫৩। **রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ।**—(১) Board of Intermediate and Secondary Education, Dhaka (Constitution, Powers and Duties of Governing Bodies of Non-Government Intermediate College) Regulations, 1977 এবং Board of Intermediate and Secondary Education, Dhaka (Managing Committee of the Recognised Non-Government Secondary Schools) Regulations, 1977 এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকায় অবস্থিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান গভর্ণিং বডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি এই প্রবিধানমালার অধীন গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহাদের মেয়াদের অবশিষ্টকাল অথবা প্রবিধান ৯ অনুসারে নির্ধারিত মেয়াদ, এই দুই এর মধ্যে যাহা আগে আসিবে সে মেয়াদ পর্যন্ত, দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবে।

(৩) এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার পর স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্য, প্রবিধান ৫(১) ও ৫(২) এর বিধান অনুসরণে, তাঁহার নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠনের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান গভর্ণিং বডির দায়িত্ব পালনরত সভাপতির দায়িত্বের অবসান ঘটিবে।

৫৪। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—এই প্রবিধানমালায় গভর্ণিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি সংক্রান্ত কোন বিধানের বিষয়ে অস্পষ্টতা অথবা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে বিষয়টি সরকারের গোচরীভূত করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল-১

ফরম-১

(প্রবিধান-১২ দ্রষ্টব্য)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

*খসড়া/চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ ঃ ....

***খসড়া/চূড়ান্ত ভোটার তালিকা**

ভোটারের শ্রেণী ঃ * অভিভাবক/সাধারণ শিক্ষক/মহিলা শিক্ষক/দাতা/প্রতিষ্ঠাতা

ভোটার নম্বর	ভোটারের নাম	অভিভাবক ভোটারের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নাম	শিক্ষার্থীর শ্রেণী	শিক্ষার্থীর শ্রেণীর রোল নম্বর	শ্রেণী শাখা

*** বিঃ দ্রঃ** অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন।

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

নাম

সীল

তারিখ

ফরম-২

(প্রবিধান-১৮ দ্রষ্টব্য)

***অভিভাবক/সাধারণ শিক্ষক/মহিলা শিক্ষক/দাতা/প্রতিষ্ঠাতা শ্রেণীর সদস্য পদে মনোনয়ন** ফরম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ঃ

সদস্য পদের শ্রেণী (উল্লেখ করুন) ঃ................

১. প্রার্থীর নাম ঃ

২. প্রার্থীর পিতার/স্বামীর নাম ঃ

৩. প্রার্থীর মাতার নাম ঃ

৪. প্রার্থীর ঠিকানা ঃ

৫. প্রার্থীর ভোটার নম্বর ঃ

৬. প্রস্তাবকের নাম ঃ

৭. প্রস্তাবকের ভোটার নম্বর ঃ

৮. সমর্থকের নাম ঃ

৯. সমর্থকের ভোটার নম্বর ঃ

১০. তারিখসহ প্রস্তাবকের স্বাক্ষর/টিপসহি ঃ

১১. তারিখসহ সমর্থকের স্বাক্ষর/টিপসহি ঃ

আমি এই মনোনয়নে আমার সম্মতি প্রদানপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, আমি...............শ্রেণীর সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে বর্তমান প্রচলিত কোন আইনে অযোগ্য নহি।

তারিখ ঃ................................ প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(প্রিজাইডিং অফিসার পূরণ করিবেন)

ক্রমিক নম্বর........................

মনোনয়নপত্র জমার প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম............................,ভোটার নম্বর.............এর.......

.........পদে মনোনয়নপত্র...................তারিখ...............ঘটিকায় আমার নিকট জমা দিয়াছেন।

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর
তারিখ ও সীল

(প্রিজাইডিং অফিসার পূরণ করিবেন)

মনোনয়নপত্র বাছাই সংক্রান্ত প্রত্যয়ন

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম..এর...............পদে মনোনয়নপত্র আমি বাছাই করেছি এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করিতেছি ঃ

....

(অবৈধ ঘোষণার ক্ষেত্রে কারণ বিবৃত করিতে হইবে)

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

প্রাপ্তিস্বীকার

ক্রমিক নম্বর.....................................

জনাব/বেগম..........................., ভোটার নম্বর...................এর.............পদে মনোনয়নপত্র

.................তারিখ...............ঘটিকায় আমার নিকট জমা দিয়াছেন।

আগামী....................তারিখ...............(স্থানের নাম উল্লেখ করুন)..........ঘটিকা হইতে ....ঘটিকার মধ্যে মনোনয়নপত্র বাছাই করা হইবে।

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

ফরম-৩

(প্রবিধান-২১ দ্রষ্টব্য)

বৈধ প্রার্থী তালিকা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

সদস্য শ্রেণী ঃ

ক্রমিক নং	নামের আদ্যক্ষর অনুসারে প্রার্থীর নাম (বাংলায়)	প্রার্থীর ঠিকানা
১	২	৩

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর
তারিখ

ফরম-৪

(প্রবিধান-২৪ দ্রষ্টব্য)

ব্যালট পেপার

<table>
<tr><td rowspan="4">ব্যালট পেপার নম্বর.................
ভোটার তালিকা অনুসারে
ভোটারের ক্রমিক নম্বর.............

ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি..............

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর.........</td><td colspan="3">..(শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম) এর *গভর্ণিং বডি/ম্যানেজিং কমিটির অভিভাবক/মহিলা অভিভাবক/শিক্ষক/মহিলা শিক্ষক/প্রতিষ্ঠাতা/দাতা সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার।</td></tr>
<tr><td>ক্রমিক নম্বর</td><td>প্রার্থীর নাম</td><td>প্রার্থীর সমর্থনে (×) ক্রস চিহ্ন প্রদানের স্থান</td></tr>
<tr><td>১.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>২.</td><td></td><td></td></tr>
</table>

***অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন।**

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর
তারিখ

ফরম-৫

(প্রবিধান-২৫ দ্রষ্টব্য)

ফলাফল বিবরণী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

সদস্য পদের শ্রেণী ঃ ভোট গ্রহণের তারিখ ঃ

ক্রমিক নম্বর	প্রার্থীগণের নাম	প্রাপ্ত ভোট	র‌্যাংকিং

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, নিম্নোক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পদে নির্বাচিত হইয়াছেন ঃ

ক্রমিক নম্বর	নির্বাচিত প্রার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম এবং ঠিকানা		নির্বাচিত পদের নাম

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর
তারিখ

তফসিল-২

বিশেষ ধরনের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা

ক্রমিক নম্বর	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
১.	ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
২.	রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, উত্তরা, ঢাকা
৩.	মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
৪.	শ্যামপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
৫.	রূপনগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
৬.	লালবাগ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

বোর্ডের আদেশক্রমে

প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হক
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

মোঃ আবুল কাসেম, অতিঃ নিয়ন্ত্রক, অতিরিক্ত দায়িত্বে, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd